গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের তালিকা (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩)

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়া কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম (e-Recruitment System)	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সবচেয়ে ফলপ্রসূ উদ্ভাবন হলো ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম। বাংলাদেশ। সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়মিত জনবল নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ হওয়ায় আবেদনকারী এবং নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উভয়েই সুবিধা পাচ্ছে। আবেদনকারীগণ এই সিস্টেমে সরাসরি লগ-ইন করে আবেদন করতে পারছেন। এতে করে পৃথকভাবে কাগজে বা হার্ডকপিতে আবেদন করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে পোস্টাল বা কুরিয়ার চার্জ যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি সরাসরি অফিসে এসে আবেদন জমা দেয়ার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের জন্যও অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। আবেদনকারী সরাসরি প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে নিতে পারছেন। অন্যদিকে আবেদন যাচাই-বাছাই এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যে সময় ও জনবলের প্রয়োজন হতো তা আর প্রয়োজন হচ্ছে না। ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের ফলে অনেক কম সময়েই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে অদ্যবধি এক লক্ষের অধিক চাকরি প্রার্থী চাকরির আবেদন সম্পন্ন করেন।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	http://eservice.bba.gov.bd/recruitment/	
২.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণ যাতে সহজেই তাদের অভিযোগ বা মতামত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে এ জন্য সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে Grievance Redress System (GRS) এর লিংক সংযোজন করা হয়েছে। জনসাধারণ অনলাইনে খুব সহজেই উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের অভিযোগ/ মতামত/পরামর্শ জানাতে পারছে। ব্যবহারকারী এই সিস্টেমে লগ-ইন করে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তার অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে পারেন। রেজিস্ট্রেশনের সময় ই-মেইল এ্যাড্রেস বা মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ই-মেইল এ্যাড্রেস এবং মোবাইল ফোনে সফলভাবে অভিযোগ/পরামর্শ দাখিল সংক্রান্ত একটি কনফার্মেশন মেসেজ পৌঁছে যাবে। তেমনি পরবর্তীতে তার দাখিলকৃত অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পত্তির কোন পর্যায়ে রয়েছেন তাও দেখতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগটি নিষ্পত্তি হওয়ার পর তিনি আরেকটি মেসেজ পাবেন।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	http://site.bba.gov.bd/grs/	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়া কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.	বঙ্গবন্ধু সেতুতে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন Electronic Toll Collection (ETC) চালুকরণ	বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম টোল প্লাজায় গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে পাইলটিং এর উদ্দেশ্যে ১টি করে ফাস্ট ট্র্যাক Electronic Toll Collection (ETC) লেন চালু করা হয়। বর্তমানে সেতুর উভয় প্রান্তে ৭টি করে মোট ১৪টি টোল কালেকশন বুথ রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১৬-১৭ হাজার যানবাহন এ সেতু ব্যবহার করে থাকে। এ যানবাহনের পরিমাণ প্রতিবছর গড়ে ৮-১০% বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা টোল আদায় হয়ে থাকে। এত ব্যাপক সংখ্যক গাড়ী হতে টোল আদায় করতে গিয়ে কোনো কোনো লেনে প্রায়ই ৩-৪টি গাড়ির লাইন তৈরী হয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন উৎসবে গাড়ীর সংখ্যা যখন ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায় তখন লেনে পাড়ির লাইন অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে টোল প্লাজায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ী পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ এর নেক্সাস-পে অথবা রকেট একাউন্ট এর টোল কার্ড ব্যবহার করে উক্ত সুবিধাটি পাওয়া যায়। সুবিধাটি পেতে গাড়ীর নম্বরটি টোল কার্ডের সাথে ডাচ-বাংলা ব্যাংক এর যেকোন শাখা, ফাস্ট ট্র্যাক বা নেক্সাস-পে থেকে রেজিস্ট্রেশন করে টোল কার্ডের প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স নিশ্চিত করা হয়। আর সহজেই ব্যবহারকারীর গাড়িতে বিদ্যমান সচল ও কার্যকর Radio-Frequency Identification (RFID) ট্যাগের মাধ্যমে টোল প্রদান করা যায়। নগদ টাকা প্রদানের জন্য কাউকে টোল প্লাজায় এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে হয় না। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও বাধাহীনভাবে ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে যানবাহনসমূহ টোল প্লাজা অতিক্রম করতে পারে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা লিংকঃ \\192.168.3.5:5/BB	
৪.	অনলাইন অভিজ্ঞতা সনদ ভেরিফিকেশন সিস্টেম	অনলাইন অভিজ্ঞতা সনদ ভেরিফিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ হতে ইস্যুকৃত অভিজ্ঞতা সনদ অনলাইনে যাচাই করা যায়। এতে দরপত্র আহবানকারীর দরপত্র মূল্যায়নে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	https://eservice.bba.gov.bd/certificates	
৫.	সেতু ভবনে আগত দর্শনার্থীদের জন্য অনলাইন প্রবেশ পাশ চালুকরণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্প অফিসে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে online entry pass ইস্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় অনুমোদিত কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেতু ভবনে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের নামে অনলাইন পাশ ইস্যু করে থাকেন। ইস্যুকৃত পাশ অনলাইনে সেতু ভবনের রিসেপশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যায়। এই পাশ যাচাই করে দর্শনার্থীদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। অন-লাইনে পাশ ইস্যুর ব্যবস্থা হওয়ায় কর্মকর্তাগণ খুব সহজেই ও দ্রুততার সাথে পাশ ইস্যু করতে পারছেন। এই	হ্যাঁ	হ্যাঁ	https://eservice.bba.gov.bd/gatpass/	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়া কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		পাশ রিসেপশনে পৌঁছানোর জন্য কোন বাহকের প্রয়োজন হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দর্শনার্থীদের সেতু ভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাও বৃদ্ধি পেয়েছে।				
৬.	সচিব/নির্বাহী পরিচালকের দৈনন্দিন কর্মসূচী সফ্টওয়্যার চালুকরণ	"ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্যসেবা সহজিকরণ" এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ চালু করেছে ওয়েব বেইজড সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সচিব/নির্বাহী পরিচালকের দৈনন্দিন কর্মসূচি ওয়েবসাইটে প্রদর্শন। পূর্বে কর্মসূচি তৈরি হলেও বাহির থেকে দেখা সম্ভব ছিল না কিন্তু সেবাটি চালু হওয়ার ফলে বাহির থেকে জনগণ এখন সচিব/নির্বাহী পরিচালকের দৈনন্দিন যেকোন স্থান থেকে কর্মসূচি দেখতে পারেন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে প্রতিদিন বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন লোকজন নির্বাহী পরিচালকের সাথে উপযুক্ত সময় বাছাই করে সাক্ষাত করা সহজ হয়েছে। সিস্টেমটি ২০২০- ২১ অর্থ বছরের চালুকৃত উদ্ভবনী উদ্যোগের একটি।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	http://eservice.bba.gov.bd/program/	
৭.	বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমনঃ স্টেশনারি, গ্রোসারি, আইসিটি সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) বিবিএ স্টোর হতে প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রথাগত স্টোর ম্যানেজটে অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্টোর ম্যানেজ করা অনেক সহজ এবং সময় সাশ্রয়ী। এই পদ্ধতিতে সেবাগ্রহিতা শুধুমাত্র একবার অনলাইন রেটিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে লগইন করে চাহিদা প্রদান করতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাডমিন সফটওয়্যারের মাধ্যমে যাচিত মালামাল স্টোরে মজুদ থাকা সাপেক্ষে যাচাই বাঝাই শেষে বরাদ্দ প্রদান করে। স্টোর হতে মালামাল বরাদ্দ হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হেয় যাবে। কোনো পণ্য স্টোরে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম মজুদ থাকলে অটো অ্যালার্ম অ্যাডমিন-এর কাছে চলে যাবে। ফলে উক্ত পণ্যটি পুনরায় মজুদকরণ সহজ হবে। এভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট উদ্যোগটি অফিস অটোমেশনের অংশ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংক: \\192.168.3.7:7/S	
৮.	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ভেহিকেল ট্রাকিং সিস্টেম	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ব্যবহৃত সকল যানবাহন এই সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রাকিং করা হয়। এতে যানবাহনের সকল তথ্যাদি নির্ভুলভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায়। সিস্টেম। হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে যানবাহন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিল পরিশোধ করা হয়।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংক: \\192.168.3.15:1/VTS	
৯.	বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন স্টেশন টিকেটিং স্থাপন ও ই-টিকেটিং	বঙ্গবন্ধু সেতুতে যাতে অতিরিক্ত ওজন বাহী যানবাহন সেতুর কোনো ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য সেতুতে প্রবেশের পূর্বে দুই পাশে তিনটি করে মোট ছয়টি ওয়ে স্কেল বসানো হয়েছে। ওয়ে স্কেলগুলোকে লো স্পিড মোশন ওয়ে স্কেল বলা হয়	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন স্টেশন স্থাপন ও ই-টিকেটিং ব্যবস্থায়	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়া কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		এতে গাড়ির গতি থাকে ৪-১০ কিমি/ঘন্টা। ওয়ে স্কেল ব্যবস্থার সাথে ই-টকিটিং এবং স্টেক ইয়ার্ডের সংয়োগ রয়েছে। কত এক্সলের গাড়ি সর্বোচ্চ কতটুকু মালামাল পরিবহন করতে পারে তা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পূর্ব অনুমোদিত রয়েছে। প্রথমে যখন একটি ট্রাক ওজন স্টেশনের প্লাটফর্মের কাছে আসে তখন ওজন স্টেশনের অপারেটর ট্রাকের রেজিস্টেশন নাম্বারটি সফটওয়্যারে ইনপুট দিয়ে থাকে। ওজন পরিমাপক মেশিন ওজন পরিমাপ করে তথ্য সফটওয়্যারে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে। গাড়ির ওজন যদি সঠিক থাকে তবে তার জন্য অটোমেটিক প্রিন্ট করা সবুজ টিকিট বের হবে এবং সেই গাড়িকে একটা আরএফআইডি (RFID) কার্ড দেওয়া হয়ে। সেই আরএফআইডি (RFID) কার্ডটি ওজন স্টেশন থেকে ১০০ মিটার দূরে স্থাপিত ব্যাক পয়েন্টে কার্ডের মাধ্যেমে টোল দিয়ে সেতু পারপারের অনুমতি পেয়ে থাকে। ওজন সীমার অতিরিক্ত যানবাহনের জন্য অটোমেটিক লাল কালারের টিকিট প্রিন্ট প্রিন্ট হবে। এসকল যানবাহনের ওজন কমানোর জন্য স্টেক স্টক ইয়ার্ডে পাঠানো হয়। স্টেক ইয়ার্ডে প্রবেশের সময় ৫০ টাকা স্টেক ইয়ার্ডে ফি দিয়ে দিয়ে গাড়িগুলোকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন অতিরিক্ত মালামাল খালাস করে পুনরায় ওজন স্টেশনে প্রবেশের অনুমতি পায়। এভাবে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ওজনের যানবাহনের প্রবেশের ব্যবস্থাটি সেতু স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে সিস্টেমটি ভূমিকা রাখছে।			সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার একসাথে স্থাপন করা হয়েছে।	
১০.	সেতু ভবনের প্রবেশদ্বারে ফেস রিকগনিশন এন্ড টেম্পারেচার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ	COVID-19 মহামারি মোকাবেলায় মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যাবশ্যক ছিল। সেতু ভবে ভবনে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপও জরুরী। সেতু ভবনে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেমটিতে আঙ্গুলের ছাপ ও ৩ ইঞ্চি দূর হতে কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিতি গ্রহণ করা হতো। যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হতো না। এক্ষেত্রে স্পর্শবিহীন অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম সেতু ভবনের প্রবেশের প্রধান গেইটে স্থাপন করা হয়েছে। এই সিস্টেমে ২-৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে চেহারা চিহ্নিত করণের মাধ্যমে উপস্থিতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খুলে যায়।। মাস্ক পরিধান না করলে সিস্টেমটি সতর্কীকরণ বার্তাসহ সংকেত প্রদান করে ও দরজা বন্ধ অবস্থায় থাকে। এছাড়া এতে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া শরীরের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কবার্তা বেজে উঠবে ও দরজা উন্মুক্ত হবে না।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ 192.168.3.15:8888	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়া কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		এতে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা তথা সামগ্রিক অফিসের সুরক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। সিস্টেমটি জিবানু সংক্রমন রোধ ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়মিত অফিসে হাজিরা মনিটরিং এবং ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখছে।				
১১.	বিদ্যুৎ ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সেতু ভবনে Motion Detection স্থাপন	সেতু ভবনে প্রতিদিন বৈদ্যুতিক লাইট ব্যবহার করে দৈনন্দিন কার্যক্রম চালনা করতে হয়। অফিসে ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করে বারবার লাইট অন- অফ করার প্রয়োজন হয়। ব্যস্ততা অথবা ভুলে অনেক সময় লাইট অন রেখেই অনেকে অফিস কক্ষ ত্যাগ করে থাকেন। ফলে মাস শেষে অত্যধিক বিদ্যুৎ বিল আসে। সেতু ভবনের কক্ষগুলোতে Motion Detection Sensor স্থাপন হয়েছে। ফলে লোকজনের কোন নড়াচড়া না থাকলে স্বয়ক্রিয়ভাবে রুমের বৈদ্যুতিক বাতিগুলেআা নিভে যায়। ফলে সেতু ভবনে বিদ্যুৎ বিল আনুমানিক ৩৫% সাশ্রয় হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অপচয় রোধে Motion Detection Sensor গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	এটি একটি উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে বাস্তবারিত। এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের ইনোভেশন কর্ণারে রয়েছে।	
১২.	Online Toll Collection System of Bangabandhu Bridge	যমুনা নদীর উপর নির্মিত বাংলাদেশের দীর্ঘতম বঙ্গবন্ধু সেতুর অনলাইন টোল কালেকশন সিস্টেমটি মূলত ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর Real-time Digital Toll Collection System-এর রেপ্লিকেশন। সিস্টেমটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয়। এই ব্যবস্থায় যানবাহন সেতু পারাপারের জন্য টোল প্লাজায় উপস্থিত হলে প্রথমে যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি সিস্টেমে এন্ট্রি দেয়া হয়। এই সিস্টেমটি সরাসরি বিআরটিএ-এর database-এর সাথে সংযুক্ত থাকায় যানবাহনটির প্রকৃত শ্রেণীসহ বিস্তারিত তথ্য সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়। সিস্টেমে প্রদর্শিত শ্রেণী এবং তথ্য অনুযায়ী যানবাহনটির টোল হার নির্ধারিত হয় এবং সে অনুযায়ী টোল আদায় করা হয়। টোল পরিশোধিত হলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্মুখের প্রতিবন্ধকটি সরিয়ে যানবাহনটিকে সেতু পারাপারের জন্য যেতে দেয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে মাত্র ১০-১২ সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়। পরিশোধিত টোলের পরিমাণসহ টোল আদায় সংক্রান্ত সকল তথ্য সিস্টেমে সংরক্ষিত হয়। টোলের অর্থ নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা করা হয়।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ \\192.168.3.9:1/BBTS	

২৫/০১/২৩

মোঃ মহিউদ্দিন
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ